পরবর্তীতে এসোসিয়েটি ডিরেক্টর স্টিফেন রোজারিও'র সাথে আমি কথা বলার পর তিনি সহায়তার হাত বাড়ীযে দিলেন এবং আমরা অনুদানটি লাভ করি। উক্ত টাকা দিয়ে হলরুমের ছাদ ও পশ্চিম দিকের টিনশেডের বিল্ডিং-এর রুমগুলো করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত অনুদানের অর্থে তার পছন্দের কন্ট্রাক্টর দিয়ে পুরো কাজটা করেছিলন। এ ব্যাপরে আমাদের সাথে নুন্যতম আলোচনার প্রয়োজন বোধও করেননি। আমি প্রতিবাদ করলেও কোন কর্ণপাত তিনি করেননি। স্কুলের মূল বিল্ডিং-এর সাথে হলরুমের ছাদের কোন দূরত্ব না রেখে একসাথে ছাদের ঢালাই দেন। যার ফলশ্রুতিতে ফাটল সৃষ্টিহয়। তৎকালীন এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ জেমস হিলটন সাবেবকে সাইমন মুন্সির সহযোগিতায় স্কুলে এনে বাঁশের সিড়ির সাহায্যে চাংগে উঠিয়ে পুরো বিষয়টি অবহিত করলাম; তখন সাইমনদা হাসতে হাসতে বলছিলেন, ওয়ার্ল্ড ভিশনের জীবনে তুমি একমাত্র ব্যাক্তি যে এক্সেকিউটিভ ডিরক্টরকে চঙ্গে বুললা।

আমার গতিকে থামিয়ে দিয়ে প্রজেক্টের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য আমার বিরোধীতাকারীর কখনোই অভাব ছিল না। ঐদিন হল ভর্তি অভিভাবকের উপস্থিতিতে সম্মেলন চলছিল। হঠাৎ করে সাইমনদা গাড়ী নিয়ে সম্মেলনে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে সম্মান দিয়ে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হল। কিন্তু তিনি না বসেই মাইক হাতে নিলেন। তার হাতে ছিল একটি অভিযোগ পত্র। তিনি তা পাঠ করে সবাইকে শুনালেন। অভিযোগটি ছিল আমার বিরুদ্ধে। তা ছিল এই রূপ মহাখালীতে চারতলা বাড়ী, বিশাল প্রিন্টিং প্রেসের মালিক আরো কিছু-। আর আমি এই সমস্ত অর্থ প্রজেক্ট থেকে নিয়েছি। এই কাল্পনিক অভিযোগ শুনে উপস্থিত অভিভাবকগণ গগণবিদারী চিৎকার করে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বাক্ষরকারীগণের নাম প্রকাশ করার দাবী জানান। তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ফুসে উঠেন। তখন একজন হাইজ থেকে উঠে যেয়ে নাম গুলো প্রকাশ করা শুরু করে। আমি তখন বিশাল অঘটন ঘটার আশংকায় তাৎক্ষনিকভাবে তার হাত থেকে মাইকটি কেড়ে নিয়ে বললাম, এখানে অভিযোগ পত্রে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সে লোকটি আমি এবং যারা অভিযোগ করেছে তারা আমাদের ছোট ভাই ভাতিজা বা ভাগিনা বয়সে ওরা তরুণ। কারো ভুল পরামর্শে ওরা একাজ করে থাকতে পারে। আমি এদের নাম প্রকাশ করতে দেব না কারণ তারা যে কাল্পনিক অর্থের দাবী করছে ঐ পরিমান অর্থ এখনো পর্যন্ত প্রজেক্টে আসে নাই। সঙ্গত কারনে এ অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। তারপরও যারা আপনারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে যদি কারো জানা থাকে অথবা শুনেছেন নিকোলাস গমেজ প্রজেক্ট অথবা স্কুল থেকে পাঁচশ টাকাও আত্মসাৎ করেছে তাহলে হাত তুলুন আমি সমস্ত অপবাদ মেনে নিব। তখন উপস্থিত অভিভবকগণ চিৎকার করে বলে, ঐ অভিযোগ মিথ্যা। তখন সাইমন মুন্সি আমার কাছ থেকে মাইক নিয়ে বললেন, নিকোলাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমাদের অফিসে দেয়া হয়েছে এর পুরোটাই মিথ্যা এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কারণ নিকোলাস গমেজকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুব ভাল করেই চিনি উপরন্ত সে ব্যাংকে সিগনেটরীও না, ক্রয় কমিটিতে তার নাম নেই। ওয়ার্ল্ড ভিশন নিদিষ্ট বাজেট ফ্রেমে চলে, প্রতি মাসের টাকা প্রতি মাসে দেয়া হয় এবং হিসাব বুঝে নেয়া হয়। নিকোলককে দোষী করার কোন সুযোগ নেই। মঠবাড়ী প্রজেক্টের টাকা প্রথম আমার কাছে আসে, আমি সাইমন মুন্সি চুরি করলে তারপরে প্রজেক্টের অন্যরা চুরি করতে পারে। আমি জানি এ অভিযোগটা মিথ্যা, তারপরও আমি এসেছি আপনাদের যাচাই করতে আপনারা কতটুকু জানেন, বুঝেন, সত্য ও ন্যয়ের পক্ষে আছেন কি-না। অতঃপর অভিভাবকগণ প্রতিবাদ লিপিতে স্বাক্ষর করে ওয়ার্ল্ড ভিশন অফিসে পাঠানোর জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজারকে অনুরোধ করে।

আমি জনগণের অনুরাধে ১৯৮৭ সালে মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ এর চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি এবং ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করি। আমি প্রথম দেখতে পেলাম সদস্যদের শেয়ারের অংশ থেকে টাকা কেটে জুবিলীর ফাণ্ড গঠন করা শুরু হয়েছে, আমি তাতে বাধ সাধলাম। শেয়ারের টাকা দিয়ে জুবিলী হয় না। অতএব এজিএম-এর সদস্য-সদস্যাদের প্রস্তাব দিলাম জুবিলীতে একদিনে লক্ষ টাকা খরচ না করে সমিতির গৃহ নির্মাণ করার জন্য। সদস্য-সদস্যাগণ স্বতঃস্ফুর্তে ভাবে সমর্থন দেয়। গৃহনির্মাণ করা হল মিশন ক্যাম্পাসে। যেহেতু জুবিলীর পরিবর্তে এ অর্থ দিয়ে সমিতির গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তাই গৃহটির নাম জুবিলী হাউস রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়। স্বর্গীয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও গৃহটির উদ্বোধন করেছিলেন। একদিনের এক ছোট্ট ঘটনার কথা বলি, আমি তখন সমিতির চেয়ারম্যান, আমাদের বোর্ড মিটিং চলছি হঠাৎ দেখি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নাগরীর নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স আমাদের মাঝে উপস্থিত, সাথে সাথে আমি মিটিং এডজোন করে স্যারকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম। আমরা ২৫ বছরের জুবলী নিয়ে আলোচনা করছিলাম আলোচনার এক পর্যায় আমরা স্যারকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম যে আমরা জুবিলীর টাকাটা একদিনে খেয়ে শেষ করতে চাইনা, সেই টাকা দিয়ে আমরা সমিতির অফিস (গৃহ নির্মান) করতে চাই, এধরনের প্রস্তাবনার কথা শুনে স্যার আমাকে বললেন, নিকোলাস - এটা তুমি অত্যন্ত ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ, স্যার আরও বললেন যেহেতু তোমরা জুবিলীর টাকা দিয়ে ঘর নির্মান করবে আমি মনে করি ঘরটির নাম জুবলী হাউজ দিলে ভাল হয়। আমরা ঘর নির্মান করলাম এবং নাম দিলাম **"জুবলী হাউজ"** যা এখন সমিতির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্মৃতির পাতায় আমরা তার প্রেরনাকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের শীর্ষ সংঘটন দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) সেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানেও আমি নেতৃত্ব দিয়েছি সেটাও আপনাদের সমর্থন। কাল্‌ব-এ আমি প্রথমে ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হই এবং